ইত্তেফাক

17 SEP 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

ডিগ্রির সমমান পেতে ফাজিল পাস শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পরীক্ষা

মুসতাক আহমদ

২০০৬ সাল থেকে ফাজিল পাস করা শিক্ষার্থীদের অংশ নিতে হবে বিশেষ পরীক্ষায়। স্নাতক বা ডিগ্রির সমতা পেতে তাদের এ পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। এ ক্যাটাগরিতে বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণীতে অধ্যয়ন ২০০৬, ২০০৭ এবং ২০০৮ সালের শিক্ষার্থীরা রয়েছেন। এদের মধ্যে ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে অকৃতকার্য হওয়ার পর ২০০৮ সালে পাস অনিয়মিত হিসেবে পাস করা প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থীও রয়েছে। এ তিন হাজার শিক্ষার্থী ওই বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কেবল তারা কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হবে ; পাবে ডিগ্রির সমমানও। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষে কার্যকর করার জন্য বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এর জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধান

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

পরীক্ষা : বিশেষ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সংযোজন করা হচ্ছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র জানায়, ২০০৬ ও ২০০৭ সালের পরীক্ষায় মোট ২ হাজার ৮০১ জন অকৃতকার্য হয়। তারা ২ বছর মেয়াদি কোর্স করার কারণে এবং ডিগ্রির সমমান হিসেবে প্রবর্তিত নতুন বিষয় না পড়ার কারণে একদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারেননি, অন্যদিকে ফাজিল পাস সত্ত্বেও ডিগ্রির সমমান পায়নি। তারা শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপিসহ বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন-কর্মসূচি দিয়ে আসছিল। এ অবস্থায় সরকার নতুন সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের ৩শ' নম্বরের বিশেষ পরীক্ষা নেয়া হবে। মন্ত্রণালয় বলেছে, এক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক কমিটিকে পারস্পরিক আলোচনাক্রমে নির্ধারিত বিষয় ও পদ্ধতিতে ৩শ' নম্বরের ফাজিল (বিএ) বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এদিকে নতুন এ সিদ্ধান্তের কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিধি-বিধান সংযুক্ত করতে হচ্ছে। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটি বর্তমানে সংশোধনাধীন থাকায় তা কিছুটা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন থেমে থাকতে পারে না। এ বাস্তবতায় মন্ত্রণালয় পরিপত্র জারি করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। তবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে যে বিধি-বিধান সংযুক্ত করতে হবে, তা পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধানের প্রস্তাবিত চারটি উপ-ধারায় বলা হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় যেসব ছাত্রছাত্রী ২ বছর মেয়াদি কোর্সে ভর্তি হয়েছে এবং যাদের পরীক্ষা ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেসব শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বিষয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হবে। আর যেসব ছাত্রছাত্রী ৩ বছর মেয়াদি কোর্সে ভর্তি হয়েছে, তাদের পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হবে। ২ বছর মেয়াদি কোর্সের যেসব ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠেয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে, সেসব ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ কার্যকর থাকা সাপেক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা গৃহীত হবে। তবে এই ২ বছর মেয়াদিদের যারা ২০০৮ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে কামিল ১ম বর্ষে ভর্তির সুযোগ পাবে। ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের স্নাতক ডিগ্রি মান প্রদানের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় ও পদ্ধতিতে ৩শ' নম্বরের ফাজিল বিএ (বিশেষ) পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ২০০৬ ও ২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পরও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ফাজিল বিএ (বিশেষ) পরীক্ষায় যেসব ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং অংশগ্রহণ করেও অকৃতকার্য হবে, তারাও ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে কামিল শ্রেণীতে আবার ভর্তির সুযোগ পাবে ও ফাজিল বিএ (বিশেষ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। বিশেষ বিধানের ২য় দফায় বলা হয়েছে, যেসব ছাত্রছাত্রী ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছে, সেসব ছাত্রছাত্রীর স্নাতক ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় ও পদ্ধতিতে ৩শ' নম্বরের ফাজিল বিএ (বিশেষ) পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।